'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
২০২০সালে প্রকাশিত ৮৬পৃ.তালিকার ৬০ পৃ.এবং ৮৪পৃ.উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১২৭ সংখ্যা
নভেম্বর,২০২০

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা
সহসম্পাদক
পায়েল দাস বেরা
মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

ঔপনিবেশিক আমলে নারী সংগঠন : একটি সমীক্ষা

বিশ্বজিৎ কয়োড়ী

উনিশ ও বিশ শতকে শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এক 'নতুন নারী'র জন্ম দেয় যা তাদের গৃহের বাইরেও পরিচিতিকে প্রসারিত করে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথমবার নারী তার পারিবারিক গন্ডীর পরিচিত পরিসরের বাইরের মহিলাদের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলতে শুরু করে এমনটা Geraldine Forbes তার গ্রন্থে Manmohini Zutsahi Sahgalএর জীবনী থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন। এই সময় থেকে একদিকে যেমন ইংরেজী ভাষায় কথা বলা মহিলাদের ছোট ছোট দল তৈরি হয়েছিল,যেগুলি ভাষার বাধাকে অতিক্রম করতে পেরেছিল। আবার অন্যদিকে ক্রমশ মাতৃভাষায় শিক্ষিত মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল যারা বিভিন্ন নতুন নারী বিষয়ক পত্র-পত্রিকা থেকে সমস্যাগুলি সম্পর্কে জানতে পেরেছিল এবং নিজেরাও বিভিন্ন সাহিত্যমূলক গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। পাশ্চাত্য চিন্তায় ভাবিত কিছু কিছু গৃহের পুরুষ অভিভাবকরা সময়ের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য তাদের বাড়ির মহিলাদের ক্লাব ও সমিতিতে যোগদানে উৎসাহিত করতে থাকে।[১]

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই নারী সংগঠনগুলি গড়ে উঠেছিল যেখানে নারী বিষয়ক সমস্যাগুলি আলোচিত হয়। Geraldine Forbesলিখেছেন "These organizations became the medium for the expression of women's opinion." একই সঙ্গে এইগুলি ছিল মহিলাদের প্রশিক্ষণের স্থান যেখানে মহিলারা ভবিষ্যত সামাজিক সংগঠন ও রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেবার জন্য যোগ্য হয়ে ওঠার শিক্ষা লাভ করত। Forbes মনে করেন এই প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় জাতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।[২]

উপনিবেশিক ভারতবর্ষে প্রাথমিক পর্বে মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণ,মর্যাদা রক্ষা ও মহিলাদের সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি যেগুলি মূলত মহিলাদের সামগ্রিক অগ্রগতির পথে বাদা স্বরূপ ছিল সেগুলির সংস্কার সাধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। মহিলাদের আরও বেশি ভারতীয় সমাজের গঠনমূলক ভূমিকায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যে। এই সমস্ত উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়িত করার জন্যে পুরুষ সংস্কারকেরাই প্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। তবে মহিলাদের সামগ্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ প্রাথমিক পর্বে পরিলক্ষিত হলেও বিবিধ কারণে ধীরে ধীরে তার গতি মন্থর হয়। ভারতবর্ষের পুরুষ সমাজ প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসার দরুণ দেশ ও জাতি গঠনে পুরুষ ও মহিলাদের পারস্পরিক অবদান ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের অনুসারী বিভিন্ন সামাজিক নিয়ম ও ব্যবস্থা